সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2014

পোশাক শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রম উপেক্ষিত হচ্ছে

- সরকারের উদ্যোগ নেই
- মালিকদেরও উদ্যোগ দায়সারা

জাফর আহমদ

কম আয় ও অতিরিক্ত শিক্ষা ব্যয়ের কারণে পোশাক শ্রমিক সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শ্রমিক নেতারা বলছেন, এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মালিকরা দায় এড়াতে ৫ হাজার কারখানার প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের জন্য মাত্র পাঁচশ শ্রমিক সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। অথচ শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের কথা বলে বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা আদায় করছে। তারা বিনিয়োগ করলেও শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারেনি। দেশের পোশাক

পোশাক : পৃষ্ঠা : ১০ ক : ৪

পোশাক : শ্রমিকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কারখানায় প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিক পল্লীগুলোতে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, এ সব শ্রমিকদের অধিকাংশ কম মজুরি পাওয়ার কারণে 'দিন এনে দিন খাওয়া' জীবন যাপন করছে। ফলে সন্তানদের শিক্ষা-দিক্ষার পেছনে খরচ চালানো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব হয় না সন্তানকে পরিচর্যা করার মতো বাড়তি লোক ও বাসার অতিরিক্ত খরচ বহন করা। যেসব সন্তানের মা-বাবা উভয় চাকরিজীবী তাদের একজনকে চাকরি ছাড়তে হয়। অথবা সন্তানকে গ্রামের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের কাছে রেখে আসতে বাধ্য হয়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানরা মানুষ হন বাবা-মা'র আদর যত্ন ছাড়া আত্মীয়স্বজনের কাছে।

এ ব্যাপারে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (জিটিইউসি) সাধারণ সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন সংবাদকে বলেন, মালিকরা মুনাফার জন্য পুরো সমাজকে পণ্যে পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের সন্তানরাও বাদ পড়েনি। অতীতে উদ্যোক্তারা কারখানা প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে। এখনকার মালিকরা সেটা শেখেনি। তারা বোঝেন একটি থেকে দুটি কারখানা, তারপর কয়েক বছরের মাথায় ২০টি কারখানার মালিক কীভাবে হওয়া যায়– সেটা জানে। এক্ষেত্রে সরকারও কোন উদ্যোগ নেয়নি।

শ্রমিক সূত্রগুলো জানায়, অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষা উপকরণের বাড়তি খরচের কারণে স্কুলে ভর্তি করতে পারে না। সরকারি স্কুলও পর্যাপ্ত নেই। বা কম খরচের নিরাপদ শিশু যত্ন কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। আশুলিয়া, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের বিভিন্ন শিল্প অঞ্চলের মহল্লায় মহল্লায় কিন্ডার গার্টেন ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও তা ব্যয় বহুল। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের ভর্তি খরচও অনেক বেশি। কোন শ্রমিক দম্পতি চাকরি করলে একজনের মজুরির প্রায় পুরোটা এই সব স্কুলেই দেয়া লাগে। এ কারণে সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করার চেয়ে গ্রামের বাড়িতে পরিবার-পরিজনের কাছে রেখে আসা হয়। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি গার্মেন্ট কারখানার শ্রমিক আলমগীর সংবাদকে জানান, তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনই দুটি কারখানায় চাকরি করেন। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজনকেই কারখানায় যেতে হয়। তাদের চার বছরের সন্তানকে কাছে রাখতে পারে না। কারণ কাছে রাখতে হলে একজন অতিরিক্ত লোক রাখা লাগে। আর এই অতিরিক্ত লোকের থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ গুনতে হয়। এ খরচ বহন করার ক্ষমতা তার নেই। এ অবস্থা আরও অনেকগুলোর পরিবারের দেখা গেল। তারা সন্তানকে হয় গ্রামের বাড়িতে রেখে আসতে হবে, নয়তো চাকরি ছাড়তে হবে। এই শ্রমিকের অভিযোগ একজন চাকরি করে দুইজনের সংসার চালানো যায় না। দুইজন চাকরি করা হলে যতদিন পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী মিলে সংসারে দুজন থাকবে ততদিন চাকরি করা যায়। সন্তান হলে আর চাকরি করা যায় না। যাদের সংসারে একজন মাত্র চাকরি করেন তাদের জন্য আরও কষ্ট সাধ্য হয়। পুরো পোশাক খাতে প্রায় একই অবস্থা।

এদিকে তৈরি পোশাক খাতে মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এর তথ্যমতে, দেশে প্রায় পাঁচ হাজার কারখানা আছে। এ সব কারখানাতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মিলে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কর্মরত আছে। এসব শ্রমিকের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিজিএমইএ পাঁচটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। স্কুলগুলো মিরপুর, মালিবাগ, গাজীপুরের সাইনবোর্ড, আশুলিয়া ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানে সাড়ে চারশ থেকে পাঁচশ শ্রমিকসন্তান প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায়। শিল্পএলাকার শ্রমিক সূত্রগুলো জানায়, পোশাক শিল্পের বিকাশকালীন সময়ে ব্যক্তি উদ্যোগে কিন্ডার গার্টেনধর্মী বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেও ওঠেনি সরকারি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সলিডারিটি অফ ওয়ার্কার্স এর নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার সংবাদকে বলেন, শিক্ষা পাওয়া প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীর সন্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠানেরও দায়িত্ব। ৬০ দশকেও উদ্যোক্তারা এটা করতেন। তখন তারা শুধু শিল্প ও বেশি বিনিয়োগের কারণে করতেন– এমন না। শিল্পের উৎপাদনশীলতার জন্যই তারা এটা করতেন। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। মালিকরা বেশি বিনিয়োগ করেন, বেশি বেশি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বলেন। প্রকৃত চিত্র হচ্ছে ৫ হাজার কারখানা আর ৪০ লাখ শ্রমিকের জন্য ৫০০ ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি'র (বিজিএমইএ) সহসভাপতি রিয়াজ বিন মাহমুদ সংবাদকে বলেন, শ্রমিক বাবা-মা'রা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে পোশাক শিল্পের জন্য। তারা পোশাক খাতের জন্য অবদান রাখছে। পোশাক খাতে তাদের অবদানের কথা বিবেচনা করেই আমরা তাদের সন্তানদের জন্য ৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি। ৪০ লাখ শ্রমিক সন্তানের মধ্যে পাঁচ এলাকায় ১০০ করে মোট ৫০০ শ্রমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। [illegible] এ ব্যাপারে তিনি বলেন, আমরা সাধনা করতে এসেছি। ব্যবসা-বাণিজ্য [illegible] এদিকে মনোযোগ দেয়া দুঃসাধ্য হয়ে যায়। তবে শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষার জন্য আরও কী উদ্যোগ নেয়া যায়-এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে [illegible] আলোচনা করা হচ্ছে।